'বিশুদা' (সরকার) চলে গেলেন

দিলীপ বাগচী

বিশুদা (বিশ্বরঞ্জন সরকার) যে কোনও সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার হ'তে পারতেন। রাজনৈতিক পড়াশুনা ও সক্রিয়তা জেলা স্তরের বহু বিপ্লবী নেতার চেয়ে অনেক বেশি ছিল বিশুদার। আজকের দিনে, হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা তথাকথিত মার্কসবাদীদের পান্ডিত্যের সাথে বিশুদার তুলনা করতে গেলে তাঁকে রীতিমতো অপমান করা হয়। তৎকালে (৫ ও ৬-এর দশকের প্রথম দিকে) বিশুদা 'সংস্কৃতি সংসদ' (আই পি টি এ-র কৃষ্ণনগর শাখা)-এর প্রতিটি অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য পর্দার অন্তরালে থেকে আপ্রাণ সহযোগিতা করেছেন। শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু কোন্ শিল্পকর্ম জনগণের পক্ষে সে সম্পর্কে তাঁর বোধ ছিল খুবই পরিচ্ছন্ন। এই সংস্কৃতিমনস্কতা থেকেই তিনি মাঠে ময়দানে, পথে ঘাটে অনুষ্ঠিত কর্মসূচীগুলিতে, সংবাদ পেলেই, হাজিরা দিয়েছেন, আর্থিক সাহায্য করেছেন। '৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের পর টাউন হল ময়দানে ছাত্র ফেডারেশনের (আজকের এস এফ আই নয়, তখনকার বি পি এস এফ) আমাদের মত অছাত্র কমিউনিস্ট কর্মীদের উৎসাহ ও উদ্যোগে যে শহীদ মঞ্চটি নির্মিত হয়, তার প্রথম সারিতে ছিলেন বিশুদা। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, সেই সময় ঐ মঞ্চ নির্মাণে সক্রিয় বাধা যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ আজ প্রধান শাসকদলের 'বুদ্ধিজীবি' হিসাবে শোভাযাত্রার সামনের সারিতে থেকে শোভাবর্ধন করেন ও শোভাপ্রাপ্ত হন।

পাঁচ-এর দশকের প্রথম ভাগে (৫৩/৫৪ সালে) বিশুদা'র সাথে আমার পরিচয়। কেষ্টনগর তখন 'মেট্রোপলিটান' চরিত্র নেয় নি আজকের মত। সাধারণ্যে পরিচিত জন সবাইকেই আমরা চিনতাম। তখন 'বিশু'দা ছিলেন অনেক। তাঁদের অনেকেই আজো বেঁচে আছেন - আরো দীর্ঘদিন বাঁচুন !

এঁদের মধ্যে বিশ্বরঞ্জন সরকারের কাষ্ঠ ব্যবসায় থাকাতে তাঁকে নির্দিষ্ট করা হ'ত 'বিশু কাঠ' বলে। একারণে বিশুদাকে কখনো রাগতে দেখিনি। অত্যন্ত রসিক ও চটুল কথা প্রিয় ছিলেন। হেসে বলতেন, ''আমি কাঠ হ'লে, আর সব পাথর।'' পাক্কা সমঝদার ছিলেন শিল্প-সাহিত্যের। বিশুদা বরাবরই আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ সংগ্রামী বিপ্লবী কর্মীদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তাঁদের জন্য তিনি এমন বহু ঝুঁকি বহুবার নিয়েছেন, যা কোনও পার্টির সদস্যের পক্ষেও নেওয়া সম্ভব ছিল না। 'বিশুদা'র এই ধরণের ঝুঁকি নেওয়া ও সাহসী তৎপরতা

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

বহু বিপ্লবীকে 'এনকাউন্টারে' খুনের গল্পের ট্র্যাজিক নায়ক হবার হাত থেকে বাঁচিয়েছে । এই বিপ্লবী মেজাজের জন্যই বহিরঙ্গে অমন সদানন্দ ফাজিল মানুষটি অন্তরঙ্গে বরাবর বিপ্লবী ধারার সমর্থক থেকে গেছিলেন - সে সি পি আই - সি পি এম ভাগাভাগি থেকে সি পি আই এম এল পর্যন্ত । বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বহু বিপ্লবী কর্মীকে আস্তানা, আশ্রয় ও অন্য সহযোগিতা দিয়েছেন । এত সত্ত্বেও বিশুদা কোনদিন তাঁর এইসব কাজের জন্য কারো কাছ থেকে কোন ডিভিডেন্ট চান নি । প্রবল আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বিশুদা'কে বাইরে থেকে দেখে তাঁর ভেতরের জিদ সম্পর্কে খুব কম লোকই ধারণা করতে পারতেন । পরনির্ভরশীলতাকে তিনি প্রাণপণে অপছন্দ করতেন । নিজের ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা কাউকে বলতেন না, পাছে তিনি বিব্রত হন । ১৯২৬ সালে জন্ম বিশুদার । ১৯৯২ সালের মৃত্যুর দিন (০৮/০৬/১৯৯২) সকালেও সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে নিজের পায়ের ওপর ভর করে ই সি জি করাতে গেছেন। সম্ভব হলে শ্মশান যাত্রীদের কষ্ট লাঘব করতে বিশুদা নিজেই হয়তো ''গিলে লাঞ্ছিত পাঞ্জাবী - মোম লাঞ্ছিত মোচ্''এর গল্প শোনাতে শোনাতে ও মশলার কৌটো থেকে ভাজা মশলা খাওয়াতে খাওয়াতে নিজের পায়ে হাঁটতে হাঁটতেই চিতায় গিয়ে উঠতেন ! বিশুদা আমাদেরকে বড্ড শুন্য করে দিয়ে গেলেন ।

[গ্রাম গ্রামান্তর (জুন, ১৯৯২)-এর সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।